20368 - যারা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করনে কিংবা তাদরে দশেে এটি ঘটনে তাদরে জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণরে নামায পড়া শরয়িতসম্মত নয়

প্রশ্ন

পত্রকিায় প্রকাশতি জ্যোর্তবিদিদরে হসিাবরে ওপর নর্িভর করে আমরা কি চন্দ্র-সূর্যগ্রহণরে নামায আদায় করব? যদি অন্য কোন দশেে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটতি হয় আমরা কি নামায আদায় করব; নাকি চর্মচক্ষে আমাদরে চন্দ্র-সূর্যরে গ্রহণ দখো আবশ্যকীয়?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

যে দশেে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটতি হয়নি সইে দশেবাসীর জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণরে নামায পড়া শরয়িতে অনুমোদতি নয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার নর্িদশেকে এবং এর সাথে যা কছিু উল্লখে করছেনে সগেুলোকে চন্দ্র-সূর্যরে গ্রহণ দখোর সাথে সম্পৃক্ত করছেনে; 'শীঘ্রই গ্রহণ সংঘটতি হবে' কংিবা 'অমুক দশেে ঘটবে' জ্যোর্তবিদিদরে এমন সংবাদরে সাথে সম্পৃক্ত করনেনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নামায, দোয়া, যকিরি ও ইস্তগিফাররে নর্িদশে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ দর্শনরে সাথে সম্পৃক্ত; জ্যোর্তবিদিদরে হসিাবরে সাথে নয়

মুসলমানরো যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করবে তখন সালাতুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণরে নামায) আদায় করা, যকিরি করা ও দোয়া করার নর্িদশে সম্বলতি হাদসিগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে থকেে সহহি সূত্রে সাব্যস্ত হয়ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নদির্শনসমূহরে মধ্য থকেে দুইটি নদির্শন। কারো মরণ বা জীবনরে কারণে যে দুটোর গ্রহণ সংঘটতি হয় না। কন্তিু আল্লাহ্ই এ দুটোকে প্ররেণ করনে; যাতে এর মাধ্যমে তনিি তাঁর বান্দাদরেকে ভীতি প্রদর্শন করনে। যখন তোমরা গ্রহণ প্রত্যক্ষ করবে তখন নামায আদায় করব, দোয়া করব; যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রহণ দূরীভুত হয়"। অপর এক ভাষ্যে এসছে: "যখন তোমরা গ্রহণ প্রত্যক্ষ করবে তখন

ভয়ার্তচত্তি আল্লাহ্র যকিরি, দোয়া ও ইস্তগিফাররে দকিে ছুটে আসব”। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায, দোয়া, যকিরি ও ইস্তগিফাররে নর্দিশেকে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সম্পৃক্ত করছেনে; হসিাবকারীদরে হসিাবরে সাথে নয়।

তাই মুসলমানদরে ওপর আবশ্যক হলো: সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, সুন্নাহর ভত্তিতিে আমল করা এবং সুন্নাহ বরিোধী সবকছিু থকেে সতর্ক থাকা।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে জানা যায়, যারা হসিাবকারীদরে হসিাবরে ওপর নর্িভর করে গ্রহণরে নামায আদায় করছেনে তারা ভুল করছেনে এবং সুন্নাহ্র বরখলোফ করছেনে।

যে দশেে চন্দ্র-সূর্যরে গ্রহণ ঘটনে সইে দশেবাসীর জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণরে নামায পড়া শরয়িতে অনুমোদতি নয়

আরও জানা উচতি যে দশেে গ্রহণ সংঘটতি হয়ন সইে দশেবাসীর জন্য গ্রহণরে নামায আদায় করা শরয়িতে অনুমোদতি নয়। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার নর্িদশেকে এবং এর সাথে যা কছিু উল্লখে করছেনে সগেুলোকে গ্রহণ দখোর সাথে সম্পৃক্ত করছেনে; ‘শীঘ্রই গ্রহণ সংঘটতি হবে’ কংিবা ‘অমুক দশেে ঘটবে’ জ্যোর্তবিদিদরে এমন সংবাদরে সাথে সম্পৃক্ত করনেন। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘রাসূল তোমাদরেকে যা দয়িছেনে তা গ্রহণ কর এবং যা কছিু থকেে নষিধে করছেনে তা থকেে বরিত থাক।’[সূরা হাশর, আয়াত: ৭] তনি আরও বলনে: ‘অবশ্যই তোমাদরে জন্য রয়ছেে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।’[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] তনি আরও বলনে: ‘অতএব, যারা তার আদশেরে বরিুদ্ধাচারণ করে তারা যনে তাদরে ওপর কঠনি পরীক্ষা কংিবা ক্ষ্টদায়ক আযাব আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকে।’[সূরা নূর, আয়াত: ৬৩]

এটি সুবদিতি য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধকি ইলমধারী ও মানুষরে জন্য সর্বাধকি কল্যাণকামী এবং তনি আল্লাহ্র পক্ষ থকেে তাঁর বধিবিধিানরে প্রচারক। যদি চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণরে নামায হসিাবকারীদরে সংবাদরে ভত্তিতিে পড়া শরয়িতরে বধিান হত কংিবা যে কোন স্থানে সংঘটতি হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতো, যে গ্রহণ কবেল সংশ্লষ্টি অঞ্চলরে অধবিাসীরা ছাড়া অন্যরো প্রত্যক্ষ করে না; তাহলে তনি সটো বর্ণনা করতনে এবং উম্মাহকে সে ব্যাপারে দকিনর্িদশেনা দতিনে। যহেতেু তনি সটো বলনেন; বরঞ্চ বপিরীতটাই বলে গছেনে এবং চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করার উপর নর্িভর করার প্রতি উম্মাহকে দকিনর্িদশেনা দয়িছেনে; এর থকেে জানা যায় য, যে ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করনে কংিবা তার দশেে সটো ঘটনে তার জন্য চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণরে নামায পড়া শরয়িতসম্মত নয়। আল্লাহ্ই তাওফকি দয়োর মালকি।